পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮২ বাংলা : ৩১শে জুলাই, ১৯৭৫ ইং : ২২শে রজব : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শে বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সূরা আল-কাফেরুন (তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস শরীফ : উত্তম চরিত্র : অধীনস্থদের সহিত সদব্যবহার	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
০ অমৃতবাণী : কাম সংযম এবং ইসলামে পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) (ইসলামী নীতি দর্শন হইতে)	৬
০ জুমার খোৎবা : কুরআনের আলোকে অধিকার এবং সীমাতিক্রম	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ	১০
০ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা	হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ অনুবাদ : খন্দকার আজমল হক	১৪
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সন্ধানে	সম্পাদক	২০
০ আল-মাহ্‌দী (কবিতা)	মাসিক 'নেদায়ে ইসলাম'-এর সৌজন্যে	২০
০ সংবাদ	সংকলন : আঃ সাঃ মাঃ	(কভার)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গ্রাহক বৃন্দকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, নূতন জেলা গঠন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কে কোন জেলায় পড়িয়াছেন, তাহা অত্র অফিসে জানাইয়া বাধিত করিবেন, যাহাতে পত্রিকা পাঠাইতে এবং আপনাদের পাইতে কোন অসুবিধা না হয়।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহ্‌মদী
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

শুভ বিবাহ

বিগত ৭ই জুলাই সোমবার ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে ঢাকা নিবাসী জনাব শাহ মোহাম্মদ সালালুদ্দিন সাহেবের প্রথমা কন্যা ফাতেমা খাতুনের সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদী পাড়া নিবাসী জনাব ধীনু ভূঞা সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে জনাব ফজল আহমদের শুভ বিবাহ ১৫,০০০ পনর হাজার টাকা দেন-মোহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ যেন বাবরাত হয় তজ্জন্য বন্ধুগণ দোয়া করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা :

১৫ই শ্রাবণ ১৩৮২ বাং : ৩১শে জুলাই, ১৯৭৫ ইং : ৩১শে ওফা, ১৩৫৪ হিজরী শামসী

সুরা আল-কাফেরূন

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

তরজমা ঃ

১। (প্রত্যেক যুগের মুসলমানকে বলিতেছি যে,) তুমি (আপন যুগের অবিশ্বাসীদিগকে) বলিতে থাক, হে অবিশ্বাসীগণ! তোমাদের এবাদত (পদ্ধতি) অনুযায়ী আমি এবাদত করি না।

২। এবং তোমরাও আমার এবাদত (পদ্ধতি) অনুযায়ী এবাদত কর না।

৩। এবং আমি তাহাদের এবাদত করি না, যাহাদের তোমরা এবাদত করিয়া আসিতেছ।

৪। এবং তোমরা তাঁহার এবাদত কর না, যাঁহার আমি এবাদত করিতেছি।

৫। (উপরোক্ত ঘোষণা ইহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ যে,) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য (এক প্রকার কর্ম-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে) এবং আমার ধর্ম আমার জন্য (আর এক প্রকার কর্ম-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে)।

নুজুল এবং তরতীব ঃ

ইহা মক্কী সুরা। ইহার পূর্ববর্ত্তী সুরার বিষয়-বস্তু অধিকতররূপে ইসলামের প্রথমযুগের সহিত সম্পর্ক যুক্ত ছিল। আলোচ্য সুরার অধিকতর সম্পর্ক ইসলামের শেষ যুগের সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে, যদিও হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের মানুষও ইহার অন্তর্ভুক্ত আছেন।

সুরা কওসারে বলা হইয়াছিল যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে অতুলনীয় কল্যাণ ও পুরস্কার সমূহে ভূষিত করা হইবে। তিনি এক নুতন আদম হিসাবেও প্রতীয়মান হইবেন,

কেননা তাঁহার শত্রুগণের বংশধরগণ লয় প্রাপ্ত হইবে এবং একমাত্র তাঁহার (আধ্যাত্মিক) বংশধরই বাকী ও স্থায়ী থাকিবে। অর্থাৎ, শত্রুদের সন্তাগণও ঈমান আনিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তানে পরিণত হইবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন যে, হে অবিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন এই সকল অফুরন্ত কল্যাণ ও অকাট্য যুক্তি এবং নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের নবী (সাঃ)-এর উপরে ঈমান আন না, তখন তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ তোমাদের দুর্বল, অসার ও অযৌক্তিক আকায়েদ (মূলগত বিশ্বাস) এবং কর্ম পদ্ধতি কিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন? অথবা সেইগুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া নিজেদের দীন পরিত্যাগ করিতে পারেন? যদি অসার ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা স্থান-চ্যুত হইতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান কিরূপে স্থান-চ্যুত হইতে পারে? সুতরাং তোমাদের এই সর্ব প্রকারের চেষ্টা অযৌক্তিক এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় তোমাদের নিরব থাকিয়া আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

এই সুরাতে বলা হইয়াছে যে, এক জমানায় কুফর পুনরায় ইসলামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে এবং জাগতিক শক্তি-সামর্থ এবং জড় উপাদানের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত হইবে। সেই সময়ে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আত্মা তাঁহার এক কামেল শিষ্য ও আধ্যাত্মিক মহান গোলাম বা পুত্রের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিবে এবং জগতকে পুনরায় চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া বলিবে যে, 'তোমরা যতই প্রবল হইয়া শক্তি প্রয়োগ কর না কেন, আমি কুফরের নিকট পরাভূত হইব না।' উহা সেই জমানা, যাহাকে মাহ্দী বা মসীহ্র যুগ বলা হয়, যখন দজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ অর্থাৎ খ্রীষ্টবাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রকাশ ও অভ্যুত্থান ইসলামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে এবং দৃশ্যতঃ ইসলামের শান ও প্রভাব প্রতিপত্তিকে গ্রাস করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবে। আলোচ্য সুরায় বলা হইয়াছে যে, উল্লেখিত যুগে সাধারণ ভাবে মুসলমানগণ যেখানে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বশবর্ত্তী ও প্রভাবাধীন হইয়া সেই শক্তিগুলির সম্মুখে নতি স্বীকার করিবে, সেখানে হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আত্মা অনৈস্লামিক ধ্যান-ধারণার সম্মুখে নতি স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিবে এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উক্ত আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ শিষ্য ও গোলাম হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলাম যদিও কোন রকম জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ করিবে না, তথাপি জয়যুক্ত এবং কুফুরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে এবং মানুষের অন্তর কুফর এবং বক্রতা হইতে মুক্ত ও পরিশ্রুত হইয়া পুনরায় সত্যকারভাবে ইসলামের দিকে আসক্ত এবং ধাবিত হইবে।

হাদিস শরীফে সুরা এখলাসকে কুরআন শরীফের এক তৃতায়াংশ এবং সুরা কাফেরুনকে এক চতুর্থাংশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহার অর্থ ইহা নয় যে, অবশিষ্ট কুরআনের প্রয়োজন নাই। তাই যদি হইত তাহা হইলে সমস্ত কুরআন নাযেল হওয়ার আবশ্যক ছিল না। বস্তুতঃ উহার অর্থ এই যে, প্রকৃত ও বাস্তব সত্য মূলগত দিক হইতে সংক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। যেমন, দীন বা ধর্মের সার-কথা এতটুকুই যে, খোদাতায়ালার প্রতি প্রেম এবং মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি। উল্লেখিত হাদিসের উদ্দেশ্যও ইহাই যে, উক্ত সুরা সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সুরা এখলাসের মধ্যে তৌহীদের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং সুরা কাফেরুনের মধ্যে ধর্মে সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার শিক্ষা দান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সত্যকে গ্রহণ করার পর উহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুনিয়াতে সত্যকে গ্রহণ না করার কারণে যতটুক খারাবির সৃষ্টি হয়, ততটুকুই বরং ততোধিক খারাবি ঘটে সত্যের উপর কায়েম না থাকার জন্য।

জগতে ইসলামের আবির্ভাব হইল। মানুষে উহাকে গ্রহণ করিল। আল্লাহ্তায়ালা উহার প্রভাব ও সৌন্দর্য প্রকাশ করিলেন। উহা জগতের প্রান্তে প্রান্তে প্রসার লাভ করিল। ইহা সত্বেও যে, দুনিয়ার অর্ধেকাংশেরও বেশী উহাকে যখন গ্রহণ করে নাই, তথাপি উহা তখন দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল এবং বাহ্যতঃ উহাকে দুর্বল করিতে পারিত এমন কোন কিছুই ছিল না, কিন্তু তদসত্বেও উহা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে যায়, এমন কি উহা যেন ধরা-পৃষ্ঠ হইতে আসমানে উঠিয়া গেল। এহেন অবস্থা কেন ঘটিল? এই জন্য নয় যে, খ্রীষ্টধর্ম বা ইহুদীধর্ম, বৌদ্ধধর্ম কিংবা হিন্দুধর্ম অথবা নাস্তিকতা ইসলামকে পরাজিত করিয়াছে, বরং ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানগণ নিজেরা ইসলামের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে চরম অবহেলা করিয়াছে এবং কার্যতঃ উহাকে একটি পুরান বস্ত্রের ন্যায় খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। যদি মুসলমানগণ ইসলামের উপর কায়েম থাকিত, তাহা হইলে আজ সমস্ত জগতই মুসলমান হইত এবং মুসলমানদের যে নিঃরুপায় অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে, উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে সত্যিকার মুসলমান হিসাবে সকলের উপরে জয়যুক্ত ও প্রবল হিসাবে দেখা যাইত। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ) উক্ত কারণে এই সুরাকে কুরআন শরীফের এক চতুর্থাংশ বলিয়া আখ্যা দান করিয়া প্রকৃতপক্ষে এক বাস্তব সত্যই তুলিয়া ধরিয়াছেন,বরং যদি তিনি এক চতুর্থাংশ চাইতেও বেশী বলিয়া ইহার গুরুত্ব ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলেও উহা যথার্থ হইত।

মুসনাদ আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী এবং নসাই—হাদিস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন সাহাবী নওফল বিন মুয়াবিয়া আশ-জায়ী (রাঃ) একদিন বলিলেন, হে রসুলুল্লাহ্! আমাকে এমন কোন কথা শিক্ষা দিন যাহা নিদ্রাগমনের পূর্বে বিছানায় শয়নকালে পাঠ করিতে পারি। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন যে, সুরা আল-কাফেরুন পাঠ করিবে এবং ইহার শেষাংশ পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাগমন করিবে। কেননা ইহার মধ্যে শিরক বা অংশীবাদীতার প্রতি ঘৃণা ও অনীহার উপকরণ নিহিত আছে।

উক্ত হাদিসটিও উপরে উল্লেখিত যুক্তি ও মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিতছে। মোমেনের এই দৃঢ় সংকল্প যে, সে কখনও মিথ্যাকে গ্রহণ করিবে না এবং কোন অবস্থাতেই সত্যকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহা তাহার মধ্যে এক বিস্ময়কর দুর্বার শক্তি সঞ্চার করে। যদি মানুষ উহা না করিয়া এই সংকল্প গ্রহণ করে যে, তাহারা তাহাদের গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা অথবা পূর্ব পুরুষদের ভিত্তিহীন রীতি-নীতি ও বিশ্বাস কিংবা নিজেদের পীর-পুরোহিতগণের অযৌক্তিক কথা-বার্তাও পরিত্যাগ করিবে না, তাহা হইলে তাহাদের পতন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তেমনিভাবে উক্ত হাদিস হইতে এই তত্বও প্রতিভাত হয় যে, মানুষ যে সকল ধ্যান-ধারণা লইয়া নিদ্রাগমন করে, সেগুলি তাহার অন্তরে গভীর রেখা পাত করিয়া থাকে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামই সর্বপ্রথম এই নিগূঢ় তত্ব ব্যক্ত করিয়াছে। সেই জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কাম-কাজ হইতে অবসর হইয়া যখন তোমরা নিদ্রাগমন করিতে যাও, তখন কতক উত্তম দোওয়া পাঠ করিয়া সেগুলি সম্বন্ধে চিন্তা মগ্ন থাকিয়া নিদ্রা যাও। তাহা হইলে সেই সকল উত্তম শিক্ষা ও পবিত্র ধ্যান-ধারণা এক দীর্ঘকাল এইভাবে মস্তিষ্কে স্থান লাভ করিয়া ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইবে। সহজে সেই গুলিকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলা যাইবে না। ফলে তাহার ঈমান মজবুত, স্থির ও অবিচল হইবে।

আর এক হাদিসে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হযরত জুবের (রাঃ)-কে বলিয়াছেন যে, যদি তুমি সফরকালে সুরা আল-কাফেরুন সহ কুরআনের শেষ সুরা গুলি পাঠ কর, তাহা হইলে তুমি প্রতাপ ও প্রভাব সম্পন্ন হইবে এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যে বেশী অবস্থা সম্পন্নও হইতে পারিবে।

উক্ত হাদিসেও এই নিগূঢ় তত্ব নিহিত আছে যে, এই সুরাগুলির মধ্যে যেহেতু ইসলামের মূলগত শিক্ষা সমূহ—তৌহীদ, এবাদত, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও ঐক্য ভঙ্গকারী শক্তি ও উপকরণ সমূহের পরিচয় এবং উহাদের সম্বন্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

ইত্যাদি পেশ করা হইয়াছে এবং উক্ত শিক্ষার উপর বিরূপ পরিস্থিতি সত্বেও অটল ও অবিচল থাকার নির্দেশ দান করা হইয়াছে, সেজন্য যে ব্যক্তি উক্ত সুরা সমূহে বর্ণিত বিষয় গুলিকে বার বার নিজের চিন্তা বিবেচনা এবং স্মৃতি পটে উপস্থিত করিতে থাকিবে, সেগুলি তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট ও বদ্ধমূল হইবে। তেমনি সে যখন প্রতিকুল অবস্থা ও পরিবেশেও আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সকল শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণায় সত্যনিষ্ঠ ভাবে কায়েম থাকার সৎসাহস প্রদর্শন করিবে, তখন সে তাহার নিজে সম্মান লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাতির এবং ধর্মের সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি অপর সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের যুবকগণ যদি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সফর করার সময় উক্ত সুরা সমূহ বিশেষভাবে পাঠ করে এবং ইহাদের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু গুলিতে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা কুফরের প্রভাব ও বিপুল শক্তি দেখিয়া কখনও প্রভাবান্বিত হইবে না এবং নিজেদের অসহায় ও নিরূপায় অবস্থা এবং লাঞ্ছনা জনিত হীনতাভাব তাহাদের অন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে। সত্য কথা এই যে, মানুষ তাহার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা এত প্রভাবান্বিত হয় না। কেননা বাহ্যিক অবস্থার দুর্বলতা খুব সহজেই পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত মানষিকতাকে পরিবর্তন করা খুবই কঠিন হইয়া থাকে।

উক্ত শেষ সুরা সমূহ পরাজিত ও ভগ্নোৎসাহ মানুষিকতার সংস্কার এবং এসলাহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইহার জন্য সর্বত্তোম ব্যবস্থা-পত্র ও প্রতিকার পেশ করে। (ক্রমশঃ)

"খোদাতায়ালার হেফাজত ও নিরাপত্তা লাভ করার জন্য উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থায় এস্তেগফার করতে থাক। এমনভাবে দোয়া করতে থাক যেন তোমাদের নিদ্রা ও নীরবতার সময়ও এস্তেগফারের মধ্যে গণ্য হয়। খোদাতায়ালার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হও, তাঁর আঁচল পরিত্যাগ করো না। তারপর অবলোকন কর তিনি কোন পথে নিজ ভালবাসা তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন। কাউকেও কষ্ট দিওনা, কাউকেও বদ দোয়া করোনা, কেননা দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য আমাদের জমাতকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

হাদিস শরীফ

উত্তম চরিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

(৭) হযতর আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মুত্তাকী ও সংযমী হও, তাহা হইলেই সব চাইতে বেশী এবাদতকারী বলিয়া গণ্য হইবে। কেনায়াত বা পরিতুষ্ট থাকার অভ্যাস কর, তাহা হইলে সব চাইতে বেশী শুকুর গুজার বলিয়া বিবেচীত হইবে। নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর, তাহা অন্যের জন্যও পছন্দ করবিে, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত মোমেন হইবে। প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার কর, তাহা হইলেই তুমি সত্যিকার মুসলমান বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। কম হাস, কেননা বেশী হাসা হৃদয়কে মৃত করিয়া দেয়।"

(৮) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ আল্লাহর নামে আশ্র ভিক্ষা করিলে তাহাকে তুমি আশ্রয় দান কর। কেহ যদি আল্লাহর নামে সওয়াল করে, তাহাকে যথা সম্ভব কিছু দান কর, যদিও মিষ্ট কথাই হউক। যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ করে তাহার আমন্ত্রণে সারা দাও। যে ব্যক্তি তোমার সহিত সদব্যবহার করে, তুমি তাহার সদব্যবহারের সাধ্যানুযায়ী প্রতিদান পেশ কর। যদি পূর্ণভাবে প্রতিদান না দিতে পার, তাহা হইলে ন্যূন কল্পে তাহার জন্য উত্তম ভাবে দোয়া কর, যেন তুমি অনুভব করিতে পার যে, তুমি তাহার এহ্সান পরিশোধ করিতে পারিয়াছ।"

(আবু দাউদ)

(৯) হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে কথায় তোমার হৃদয়ে খটকা বাজে, সন্দেহবোধ হয়, ইহা পরিহার কর এবং যে বিষয়ে সন্দেহ বোধ না হয়, উহা গ্রহণ বা পালন কর।" (বুখারী)

(১০) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন মানুষের মুসলমান হওয়ার সৌন্দর্য ইহার মধ্যেই নিহিত যে, সে সম্পর্ক হীন অর্থাৎ অনর্থক ও বৃথা কথা বার্তা বা বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া চলে।" (তিরমিযী)

চাকর বা অধীনস্থদের সহিত সদব্যবহার

১। হযরত মা'ক্কর বিন সুওয়ায়দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবুযর (রা)-কে দেখিলেন, তিনি এক জোড়া সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃতদাসও

অনুরূপ কাপড় পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া হযরত মা'রূর বিস্ময়ের সহিত সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আবুযর (রাঃ) বলিলেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার আমি আমার কৃতদাসকে গালমন্দ দিয়াছিলাম এবং তাহার মায়ের দোষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে লজ্জাও দিয়াছিলাম। হযরত রসুল করীম যখন উক্ত বিষয়ে জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে, "তোমার মধ্যে জাহেলিয়তের (অজ্ঞতাসূচক) কথাবার্তা এখনও বাকী আছে, (অর্থাৎ কৃতদাসের সহিত তোমার এই আচরণ জাহেলিয়েতের অন্তর্ভুক্ত)। ইহারা (কৃতদাসগণ) তোমাদের ভাই এবং খাদেম (সেবক) মাত্র। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের অধীনে বা অভিভাবকত্বে দান করিয়াছেন। কাহারও অধীনে যদি তাহার ভাই থাকে, তাহা হইলে সে যেন তাহাকে উহাই খাইতে দেয়, যাহা সে নিজে খায়, এবং যেমন বস্ত্র সে নিজে পরিধান করে, তেমন বস্ত্রই যেন তাহাকেও পরিধান করাতে দেয়। তেমনি তাহাদের দ্বারা তাহাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ লইবে না। যদি তোমরা কোন কঠিন কাজ তাহাদের উপরে ন্যাস্ত কর, তাহা হইলে সেই কাজে নিজেও তাহাদের সাহায়ক হও।"

(মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও চাকর খাবার তৈরী করিয়া তোমাদের সামনে উপস্থিত করে, তখন তোমরা যদি তাহাকে নিজের সঙ্গে বসাইয়া খাওয়াইতে না পার, তাহা হইলে কমপক্ষে উক্ত খাবার হইতে দুই এক গ্রাস তাহাকেও খাইতে দাও। কেননা সে ঐ খাবার পরিশ্রম করিয়া তোমার জন্য তৈরী করিয়াছে, সেই জন্য উহার মধ্যে তাহারও হক আছে।"

(বোখারী)

অনুবাদ ঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৫৪২৮

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

কাম সংযম বা কাম পবিত্রতা এবং ইসলামে পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এই আয়াতগুলিতে খোদাতায়ালা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নাই, বরং মানুষকে কাম বিষয়ে পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ (১) না-মোহরাম স্ত্রীলোক ও পুরুষ দর্শন হইতে চক্ষুকে বাঁচানো। (২) না-মোহরাম স্ত্রীলোক ও পুরুষের কণ্ঠ শ্রবণ হইতে কানকে বাঁচানো। (৩) না-মোহরাম স্ত্রীলোক ও পুরুষের গল্প শ্রবণ না করা। (৪) আলোচিত কুকর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হইতে আত্ম-রক্ষা করা। (৫) বিবাহ না হইলে, রোযা রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা জোর দাবীর সংগে বলিতেছি যে, এই সকল চেষ্টা তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, একমাত্র ইসলামের বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তাহা হইল এই যে, যেহেতু মানুষের স্বভাবজ অবস্থা, যাহা কাম প্রবৃত্তির উৎস, যাহা হইতে মানুষ কোনো কামেল পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হইতে পারে না, এবং তাহার প্রবৃত্তি ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইলে উত্তেজিত না হইয়া পারে না, কিংবা অন্যভাবে বলিতে, মানুষ মহাবিপদাপন্ন হইয়া পড়ে. সেই জন্য খোদাতায়ালা আমাদিগকে এই শিক্ষা দেন নাই যে, আমরা না'মোহরাম স্ত্রীলোকদিগকে অবাধে দর্শন করি, তাহাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখিয়া লই এবং তাহাদের নাচ, অঙ্গ-ভঙ্গী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু উহা যেন পবিত্র নজরে দেখি। তিনি আমাদিগকে এই শিক্ষা দেন নাই যে, আমরা নামোহরামের গান বাদ্য শুনি, কিন্তু পবিত্র মনোবৃত্তি লইয়া শুনি। বরং আমাদিগকে তাকিদ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন নামোহ্‌রাম স্ত্রীলোককে এবং তাহার শোভা ও সৌন্দর্যের স্থানকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নহে, তাহাদের সুকণ্ঠ, তাহাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নহে; বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন উহা শোনা ও দেখাকে মৃতবৎ ঘৃনা করি, যাহাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খ হলনইতে পারে। সুতরাং, যেহেতু খোদাতায়ালা চাহেন যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেইজন্য

তিনি এই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দান করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সম্মুখে নরম নরম রুটী রাখিয়া আশা করি যে, কুকুরের প্রাণে এই রুটীর কোন খেয়াল জন্মিবে না, তবে আমরা আমাদের এই ধারণা পোষণে ভুল করিতেছি। সুতরাং খোদাতায়ালা চাহিয়াছেন, প্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র উপস্থিত না হয়, যাহাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

ইসলামী পর্দার ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং ইহাই শরীয়তের ব্যবস্থা। খোদার কিতাবে পর্দার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, শুধু স্ত্রীলোকদিগকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দ অবস্থায় রাখা। এইরূপ ধারণা সেই সকল অজ্ঞেরা রাখে, যাহারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী পুরুষ উভয়কে অবাধ দর্শন এবং শোভা সৌন্দর্য দেখা হইতে বিরত রাখা। কারণ ইহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল। পরিশেষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চোখ অবনত অবস্থায় রাখিয়া অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইতে আত্ম-রক্ষা করা এবং দর্শন-যোগ্য সঙ্গত অন্য জিনিস দেখার যে পন্থা, উহাকে আরবী ভাষায় গায্‌যে বসর বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি তাহার হৃদয় পবিত্র রাখিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে সানবেতর জন্তুদের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা অবাধে চাহিয়া দেখা উচিত নহে। বরং তাহার পক্ষে বর্তমান সামাজিক জীবনে গায্‌যে বসর অভ্যাস করা অত্যাবশ্যক। ইহা সেই শুভ এবং আশিসপূর্ণ অভ্যাস, যাহার ফলে তাহার এই স্বভাবজ অবস্থা এক মহান নৈতিক গুণরূপে রূপায়িত হইবে এবং সামাজিক প্রয়োজনেও কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে না। এই চরিত্রগুণকেই ইহ্‌সান, ইফ্‌ফ বা কামবৃত্তির পবিত্রতা বলে।

[ইসলামী নীতি-দর্শন, (বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ৪৪—৪৬]

ভক্সওয়াগন গাড়ীর যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪, শেখ মুজিব সড়ক

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৩৯৩২ কেবল—"অটোস"

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ ঈসাব্দে রবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা লাভের জন্য প্রয়োজন যে, সীমা অতিক্রম হইতে দূরে থাকা। হিংসা এবং শত্রুতা নিজের কাছেও আসিতে দিও না।

দুনিয়ার দুঃখ দূর করাকে নিজ আদর্শ বানাইবে। দুঃখ পাইয়া অপরকে সুখ দান করিতে চেষ্টা করিবে।

দোয়া কর, এবং বহুত দোয়া কর, খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে দূরে থাক এবং তাঁহার রহমত লাভ করিতে যত্নবান হও।

তোমাদের হাসিমুখের উৎস খোদাতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁহার রহমত; সেই জন্য দুনিয়া তোমাদের মুখে উদ্ভাসিত হাসি ছিনাইয়া নিতে পারিবে না।

সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হযরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এই আয়াত পাঠ করেন :

ادعوا ربكم تضرعا وخفية - انه
لا يحب المعتدين ۝
ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها
وادعوه خوفا وطمعا - ان رحمة الله
قريب من المحسنين ۝

(الاعراف : ৫৬-৫৭)

এবং তৎপর তিনি বলেন :—

প্রথমতঃ আমি বন্ধুগণের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতে চাই যে, আমলে ছালেহের অর্থ সময়োপযোগী কাজ করা। ভুল স্থানে ঠিক কাজ করাকেও ইসলামে উৎকৃষ্ঠ বলিয়া মনে করে না। এইজন্য সময়োপযোগী কাজ করার নির্দ্দেশ আছে। স্থান ঠিক হওয়া চাই, কাজও ঠিক হওয়া চাই। কেহ যদি আমাকে পত্রদিতে চায়, তাহা হইলে তার সঠিক ঠিকানা আমার অফিস হইবে, মসজিদে-আকসা নহে। যাহা হউক, বন্ধুগণ একথা মনে রাখিবেন যে, ইসলাম আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, সময়োপযোগী কাজ কর; অর্থাৎ আমাদিগকে এমন নেকী করার নির্দেশ দিয়াছে যে, যাহা সময় ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হইবে, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবে, তাহা হইলে নেকী হইবে।

একটি বিষয় সম্পর্কে আমি নিজ ধারাবাহিক চিন্তাধারা প্রকাশ করিতেছি। আমার এই ধারাবাহিক অভিমত প্রকাশের কারণ হইয়াছে এই যে, (পাকিস্তানের) জাতীয় পরিষদ একটি মীমাংশা করিয়াছে এবং আমি বলিয়াছিলাম, ইহার সম্পর্কে যতদূর সমালোচনার প্রয়োজন তাহা আমি জানুয়ারী

ফেব্রুয়ারীতে করিব। কিন্তু যতদূর প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন, আমি এই কথা বলিতেছি যে, আমরা কোরআনের শরীয়াতকেই সঠিক শরীয়াত মনে করি, এবং উহার উপর আমল করা কর্তব্য মনে করি। কোরআন শরীফ খোদাতায়ালার নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য যে সব পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছে, আমরা উহার উপর চলাকে আবশ্যক মনে করি। এই পথেই আমাদের সমৃদ্ধি এবং সফলতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। কোরআন আমাদিগকে মৌলিক ভাবে দুই প্রকারের কথা বলিয়াছে। একটি হইল, যাহা করিলে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হইবেন, উহা হইতে দূরে থাকা। দ্বিতীয়টি হইল, যে সব নির্দেশাবলি পালন করিলে খোদাতায়ালার মহব্বত, ভালবাসা ও সন্তুষ্টি আমরা লাভ করিতে পারি। কোন খোৎবায় আমি ইহার একটা দিক বলিয়াছি, অন্য খোৎবায় আবার অপর দিক বলিয়াছি। অদ্য আমি ইহার অন্য আরএকটি দিক এইরূপ বর্ণনা করিতে চাই, যে সম্পর্কে কোরআন বলিয়াছে যে, উহা করিলে খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন না, তিনি তাহাকে ভালবাসিবেন না, মানুষ তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না—উহা হইল সীমা অতিক্রম করা।

আমি সুরা 'আ'রাফ' হইতে এখন যে আয়াত পাঠ করিয়াছি, উহাতে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, নিজ প্রভু ও স্রষ্টা আল্লাহকে ডাক, তাঁহার কাছে দোয়া কর বিনম্রভাবে, ও অস্পষ্ট স্বরে এবং সমষ্টিগতভাবেও তাঁহার কাছে দোয়া কর, ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁহার কাছে দোয়া কর, এবং তাঁহার নিকট এই দোয়া কর, যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু, তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তুমিই আমাদের সৃষ্টি উত্তম ভাবে করিয়াছ, তুমি আমাদিগকে আমাদের প্রয়োজনানুসারে শক্তি দান করিয়াছ, এবং সেইসব শক্তির উন্নতি সাধনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছ; ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে উন্নতি দান করিয়াছ; খোদাতায়ালা আমাদিগকে উন্নতি ও সফলতার দিকে লইয়া যাইতেছেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রকৃত শরীয়াত কোরআন রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহার নিকট দোয়া কর, তিনি যেন আমাদিগকে শক্তি দান করেন, আমরা যেন সেই সব সীমার মধ্যে থাকিয়া, তিনি যে সব নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহা পালন করিতে পারি এবং নিজের ক্রমোন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করিতে পারি। এই দোয়া বিনীত ভাবে কর, চুপে চুপেও কর, সমষ্টিগতভাবেও কর এবং একাকীও কর। এই কথা স্মরণ রাখ, যে পর্যন্ত না দোয়া করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে পারিবে, মানুষ স্ব স্ব অধিকার সমূহের সীমার মধ্যে থাকিতে পারেনা, সে উহা পদদলিত করে। যে ব্যক্তি অধিকার পদদলিত করে, তাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলিয়াছেন:

"انه لا يحب المعتدين"

আল্লাহতায়ালা সীমা-অতিক্রমকারিকে পছন্দ করেন না, তিনি তাহাকে ভালবাসেন না। সীমাতিক্রমের ফলে মানুষ তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না। ইহার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন :

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হইবার পর, অধিকার সমূহ নির্দ্ধারিত হইবার পর, অধিকার সমূহ সুস্পষ্ট হইবার পর এবং আল্লাহতায়ালার ঘোষণার পর যে, অধিকার আদায়ের জন্য জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উপকরণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং উহার বন্টন এই নিয়মে হওয়া চাই, যাহার ফলে দুনিয়াতে শান্তির অবস্থা সৃষ্টি হয়, এবং ভীতির অবস্থা দূর হইয়া যায়—এই অবস্থা সৃষ্টি হইবার পর, তোমরা পৃথিবীতে, অশান্তি সৃষ্টি করিও না। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অনুযায়ী, এই পৃথিবীতে যাহা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বারা এক নতুন রূপ লইয়া দুনিয়ার সামনে আসিয়াছে, উহাতে অশান্তির অবস্থা সৃষ্টি করিওনা। তারপর তাকিদ করিয়াছেন : খোদাতায়ালার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বরকত এবং রহমত লাভ কর, এবং তাঁহার সাহায্য এবং সহায়তা লাভ কর, যেন তোমরা সেই ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার, যাহা বল পূর্বক অধিকার দখল করার ফলে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হন। এই আশায় ও ভরসায় দোয়া করিতে থাক, যেন আল্লাহতায়ালার রহমত তোমাদিগকে অধিকারের সীমার মধ্যে রাখিয়া খোদাতায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে সামর্থ্য দান করেন। আরও বলিয়াছেন : যদি তুমি অপরের কল্যাণ সাধনকারী হও, যদি তোমরা আমার নির্দেশাবলি যাবতীয় শর্তানুসারে পালন কর, তাহা হইলে তোমরা খোদাতায়ালার রহমত নিজ কাছে পাইবে। অতএব অদ্যকার আমার বক্তব্য বিষয় হইল এই যে, আল্লাহতায়ালা সীমা-লঙ্ঘকারিকে পছন্দ করেন না।

মানুষ সীমা লঙ্ঘন করার পর (যাহার অর্থ আমি এখনই বলিতেছি) খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে পারেনা, নিজের জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

আরবী 'শব্দ' عدو-এর বিভিন্ন অর্থ আছে; প্রায় যাবতীয় অর্থের প্রতিফলন এবং তাহার ঝলক 'এ'তেদা' শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'এ'তোদা'-এর অর্থ অধিকার অতিক্রম করা। যদিও অভিধানে এই শব্দ তিন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আমি এখন মাত্র দুই প্রকারের অর্থ বর্ণনা করিব। সীমাতিক্রম করার এক অর্থ হইল, যেখানে অধিকার নাই সেখানে অধিকার চাওয়া। অধিকার অতিক্রম করার আর এক অর্থ হইল যে, অপরের অধিকার যেখানে আছে, সেখানে

অধিকার দিতে অস্বীকার করা; তেমনি নিজের জন্য, অথবা অপরের জন্য, নিজ বন্ধু, আত্মিয়, সমমত অথবা সম-বিশ্বাসীদের জন্য সেই সব অধিকার চাওয়া, যাহা আল্লাহতায়ালা নির্দ্ধারিত করেন নাই। ইহা হইল অধিকার সম্পর্কে সীমা অতিক্রম করা। অপর দিক হইল, সেই সব অধিকার, যাহা আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য, তাহার আত্মিয় পাড়া-প্রতিবেশী, এমন কি বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই যাবতীয় অধিকার যাহা খোদাতায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সেইগুলি হকদারকে না দেওয়া এবং সেই সব অধিকার দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া, ইহাও সীমাতিক্রমের অন্তর্গত। সেই কারণে যখন অপরের অধিকার পদদলিত অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়, তখন সীমা অতিক্রমের অর্থ হইবে জুলুম ও শত্রুতা এবং হিংসা করিয়া অপরকে কষ্ট দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা রাখা এবং কষ্ট দিওয়ার চেষ্টা করা। এই রূপ সীমা অতিক্রমকারীকে খোদাতায়ালা ভালবাসেন না এবং ভাল বাসিবেন না, ইহা এক প্রবল ঘোষণা, যাহা উক্ত আয়াতে করা হইয়াছে। এই আয়াতের আলোকে যে অর্থ আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহা এই যে, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ভাবে সবিনয়ে দোয়ার মাধ্যমে যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের স্রষ্টা করুণাময় প্রতিপালককে সাহায্যের জন্য ডাকি, সে পর্যন্ত আমরা খোদাতালার নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে থাকিতে পারি না। অর্থাৎ নিজ সীমার মধ্যে থাকার জন্যও দোয়ার প্রয়োজন। আজকাল অন্ধ পৃথিবী দোয়ার প্রতি জোর না দিয়া নিজ বিবেক-বুদ্ধির উপর গৌরব করিয়া থাকে। কোরআন করীমের নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে থাকার জন্য তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল, যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। তথাপি কোরআন করীম বলিয়াছে, আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত অধিকার প্রতিপালন অথবা ভোগ ও লাভ করার জন্য যে কার্যই কর না কেন, উহাতে সফলতা তখনই লাভ করিতে পারিবে, যখন তোমরা দোয়া করিবে। ভাল কথা, বিবেক-বুদ্ধি ও আল্লাহর দান, এবং তাঁহার বিরাট অনুগ্রহ, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিও সেই সময়ই সঠিক পথে কাজ করিবে, যখন উহা খোদাতায়ালার হেদায়েত এবং ওহীর মাধ্যমে পাওয়া শিক্ষার আলো লাভ করিবে। আল্লাহতায়ালার জ্যোতি দান ব্যতিরেকে বিবেক-বুদ্ধি সেই আলো পাইতে পারে না, যাহাতে সে সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে সফলতায় উপনীত করে। এতদ্বারা আমরা এই সন্ধান পাইলাম যে, নিজ অধিকার লাভ করিতে হইলেও অপরকে শান্তি দিতে হইবে, এবং কষ্ট হইতে বাঁচাইতে হইলেও দোয়া করিবার প্রয়োজন আছে। অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই। কারণ, যে পর্যন্ত না বিনীত ভাবে, সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে দোয়ার মাধ্যমে খোদাতালার রহমত আকর্ষণ করিবে, সেই পর্যন্ত কেহ সত্যের সীমার মধ্যে থাকিতে সক্ষম হইবে না, নিজ অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টা সফল হইবে না, অপরের অধিকার আদায়ের জন্য তাহার মধ্যে সত্যিকার অনুভূতি এবং আগ্রহ সৃষ্টি হইবে না। (ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ,

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলের একটি ভবিষ্যৎবাণী এবং উহার পূর্ণতা

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে হোরেব পাহাড়ে যাইবার পূর্বে বনি ইস্রাইলদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :

"সদা প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের ভিতর আমার অনুরূপ একজন ভাববাদী প্রেরণ করিবেন। তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে।" (ডিওটিরনমি, ১৮ : ১৫)

আল্লাহতায়ালা নিজেও হযরত মুসা (আঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"আমি তাহাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের মধ্য হইতে তোমার ন্যায় একজন ভাববাদী প্রেরণ করিব এবং তাহার মুখে আমার বাক্য প্রদান করিব এবং তিনি, আমি যাহা আদেশ করিব, শুধু তাহাই বর্ণনা করিবেন। আর আমার নামে তিনি যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কর্ণপাত না করিবে, তাহার নিকট হইতে আমি পরিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আদেশ করি নাই, আমার নামে কোন ভাববাদী যদি তাহা বলার প্রয়াস পান, কিম্বা অন্য কোন দেবতার নামে বলেন, তবে সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।"

(ডিওটিরনমি বা দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৮—২০)

উপরের উদ্ধৃতি সমূহ হইতে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুছা (আঃ) তাঁহার পরে একজন বিধান-দানকারী ভাববাদীর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, যিনি ইস্রাইল জাতির জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের ভিতর হইতে আসিবেন। "মুসার অনুরূপ" কথা দ্বারা ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সেই ভাববাদী একজন সাধারণ ভাববাদী না হইয়া বিধান-দানকারী ভাববাদী হইবেন। হযরত মুছা (আঃ) যেমন বিধান দানকারী ভাববাদী ছিলেন, তাঁহার অনুরূপ ভাববাদীকেও একজন বিধান দানকারী হইতে হইবে। প্রতিশ্রুত ভাববাদী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "আমি যাহা আদেশ করিব, শুধু তাহাই তিনি বর্ণনা করিবেন।" ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন নুতন বিধান দানকারী ভাববাদী হইবেন। নুতন বিধান প্রদানের অর্থ একটি নুতন আন্দোলন, একটি নুতন জাতির উদ্ভব। অতএব একজন ভাববাদী, যিনি একটি নুতন বিধান প্রবর্তন করেন, তিনি কোন সাধারণ শিক্ষক বা সংস্কারক নহেন। তাঁহাকে মূল-তত্ত্ব সম্বলিত ও বিস্তারিত বিধান সম্বলিত একটি ব্যাপক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত নুতন জাতির উদ্ভব সম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল ভাববাদী কোন নুতন বিধান লইয়া আসেন না, তাঁহারা কেবল মাত্র প্রচলিত বিধানেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও টিকা প্রদান করিতে আসেন। তিনি যে সকল জ্ঞান আল্লাহর নিকট হইতে পান, তাহার সমুদয়ই

জনগণের নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁহার প্রত্যাদেশের কিছু তাঁহার ব্যক্তিগত শিক্ষার জন্য হইতে পারে, যাহা জনগণের নিকট প্রকাশ করা জারুরী নয়। ভবিষ্যৎ-বাণীতে বলা হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত ভাববাদী "আমার নামে বলিবেন" এবং "যাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে না, আল্লাহ তাহার পরি-শোধ লইবেন"। অর্থাৎ যাহারা তাঁহার নির্দ্দেশ অমান্য করিবে, তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে। ইহাও বলা হইয়াছে, যাহারা প্রতি-শ্রুতি পূর্ণ হওয়ার ভান করিবে, মিথ্যা দাবিদার হইবে, তাহাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইবে।

যদি আমরা ভবিষ্যৎবাণীর অংশ সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে যে, অন্ততঃ যিশুখৃষ্টের আগমন পর্যন্ত এমন কোন ভাববাদী আসেন নাই, যিনি ভবিষ্যৎবাণীতে বর্ণিত আগমনকারী ভাব-বাদীর অনুরূপ বা সদৃশ ছিলেন। হযরত মুসা ও যিশুখৃষ্টের মধ্যে যে সকল ভাববাদীর আগমন হয়, তাঁহাদের মধ্য দিয়া এই ভবিষ্যৎবাণী সমূহ পুর্ণ হয় নাই বলিয়া আমরা তাহাদিগকে বাদ দিতে পারি। তাঁহারা কোন অনুসারীও রাখিয়া যান নাই, যাহারা তাঁহাদের নুতন বিধান প্রবর্ত্তনকারী বলিয়া দাবী উত্থাপন করিয়াছে। কেবল মাত্র যিশুখৃষ্টের অনুসারীদেরই দেখা যায়, যাহারা তাঁহাকে পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রেরিত শেষ শিক্ষাদাতা বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন আমরা ভবিষ্যৎবাণীর অংশ সমূহ এক এক করিয়া তাঁহার উপর প্রয়োগ করি, তখন দেখা যায়, ইহার কোনটাই তাঁহার উপর প্রযোয্য হয় না।

প্রথমতঃ প্রতিশ্রুত ভাববাদী একজন বিধান প্রদানকারী ভাববাদী হইবেন। যিশুখৃষ্ট কি বিধান প্রদানকারী ছিলেন? তিনি কি এক বিধানের পরিবর্তে অন্য কোন নুতন বিধান আনিয়াছিলেন? যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন:

"ইহা মনে করিও না যে, আমি তৌরাতের বিধান বা পূর্ববর্ত্তী নবীদের গ্রন্থ রদ করিতে আসিয়াছি। আমি রদ করিতে আসি নাই বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না। অবশেষে সকলই পূর্ণ হইবে।"

(মথি, ৫ : ১৭-১৮)।

যিশুখৃষ্টের অনুসারীগণ ইহাও বলিয়া থাকেন:

"বিধান বিশ্বাস মূলক নয়, ... যিশুখৃষ্ট আমাদিগকে বিধানের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।"

(গ্যালেথিয়ান, ৩ : ১২-১৩)

যিশুখৃষ্ট নুতন বিধান প্রবর্ত্তনের কোন দাবি করেন নাই। তাঁহার অনুসারীগণও বিধানকে অভিশাপ বলিয়া মনে করেন। তবে কেমন করিয়া যিশুখৃষ্ট এবং তাঁহার অনুসারীগণ ডিওটির-নমির ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া

দাবি করিতে পারেন ?

দ্বিতীয়তঃ প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রাইলদের মধ্যে নয় বরং তাহাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের ভিতর হইতে আসিবেন। যিশুখৃষ্ট একজন ইস্রাইলী ছিলেন। খৃষ্টান ব্যাখ্যাকারীগণ এবিষয়ে আপত্তি তুলেন। তাঁহারা বলেন, যেহেতু যিশুখৃষ্টের পিতা ছিল না, অতএব তিনি ইস্রাইলীদের জ্ঞাতি-ভ্রাতাই ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধারনা অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কেননা ভবিষ্যৎবাণীতে জ্ঞাতি-ভ্রাতাগণ (বহু বচনে) বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তাহারা একটি জাতি বা গোত্র হইবে, যাহাদের মধ্য হইতে প্রতিশ্রুত ভাববাদী আগমন করিবেন। যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরপুত্র হিসাবে শুধু নিজেকেই দাঁড় করাইয়াছেন। যদি তাঁহার ন্যায় আরও ঈশ্বরপুত্র থাকিত, তবে ভবিষ্যৎবাণীর বর্ণনানুযায়ী তাঁহাকে দাঁড় করান যাইত। ইহা ছাড়াও বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, যিশুখৃষ্ট দাউদের বংশদ্ভূত ছিলেন। (সাম : ১৩২ : ১১, জেরিমিয়া : ২৩ : ৫)। যিশুখৃষ্টের কোন পিতা ছিল না বলিয়া তিনি ইস্রাইলী হওয়া হইতে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন কিন্তু তখন দাউদ বংশদ্ভূত হইবার যে দাবি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা তাঁহার উপর প্রযোয্য হইবেনা।

তৃতীয়তঃ ভবিষ্যৎবাণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে "তাঁহার মুখে আমার বাণী প্রদান করিব," কিন্তু ইঞ্জিল সমূহে যিশুর মুখ হইতে ঈশ্বর প্রদত্ত কোন বাণী প্রকাশ হয় নাই। ইহারা কেবল মাত্র যিশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনা এবং কোন জনসভায় তিনি কি বলিয়াছেন ও তাঁহার শিষ্যগণ বিভিন্ন সময় কি বলিয়াছেন বা করিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে জানায়।

চতুর্থতঃ প্রতিশ্রুত ব্যক্তি একজন ভাববাদী হইবেন, কিন্তু খৃষ্টানগণ বলেন, যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরপুত্র ছিলেন, ভাববাদী নয়। সুতরাং কিরূপে যিশুখৃষ্ট আলোচ্য ভবিষ্যৎবানীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হইবেন ?

পঞ্চম : ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হইয়াছে "আমার নামে তিনি যাহা বলিবেন"। অতিব আশ্চার্য্যজনক যে, ইঞ্জিল বা সুসমাচার গুলিতে এমন একটি বাক্যও পাওয়া যায় না, যেখানে যিশুখৃষ্ট তাঁহার অনুসারীদের নিটক ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত কোন নির্দেশ বা বাক্য বলিয়াছেন।

ষষ্ঠ : ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হইয়াছে "আমি যাহা আদেশ করিব, শুধু তাহাই তিনি বলিবেন।" ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রতিশ্রুত ভাববাদী জগৎকে একটি পূর্ণ ও বিস্তারিত শিক্ষা দান করিবেন। যিশুখৃষ্ট এরূপ কোন দাবি করেন নাই। তিনি বরং ভবিষ্যতে আগমনকারী একজন মহান শিক্ষকের পূর্বসুরী বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন :

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, 'সত্যের আত্মা' যখন আসিবেন, যখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপন হইতে কিছু

বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন"। (যোহন, ১৬ : ১২-১৩)

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, ডিওটিরনামী বা দ্বিতীয় বিবরণের ভবিষ্যৎবাণী যিশুখৃষ্টের মধ্যে পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, বাইবেলের পুরাতন ও নূতন উভয় অংশ বা নিয়মই যিশুখৃষ্টের পরে এমন একজন ভাববাদীর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করিতেছে, যিনি পৃথিবীকে "সমস্ত সত্যের" দিকে লইয়া যাইবেন, এবং যিনি ঈশ্বরের নাম পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করিবেন। আমাদের দাবি, কোরআনের ওহী বা প্রত্যাদেশবাণী এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন দ্বারা ডিওটিরনমির উক্ত ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত বর্ণনাবলির মাধ্যমে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :

১। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসমাইল গোত্রের ছিলেন। ইসমাইল গোত্রের জনগণ বনি ইসহাক বা বনি ইস্রাইলদের জ্ঞাতি-ভ্রাতা।

২। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একমাত্র নবী, যিনি হযরত মুছা (আঃ)-এর অনুরূপ নবী বলিয়া দাবি করেন। দখুন সুরা মুযাম্মেল : ১৬ :

"নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট তোমাদের আদর্শরূপে এক রসুল পাঠাইয়াছি, যেমন রসুল ফেরাউনের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।"

কোরআন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সুনির্দিষ্টভাবে মুছা (আঃ)-এর সদৃশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

৩। ভবিষ্যৎবাণী প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে একজন ভাববাদী বা নবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)ও নিজেকে একজন নবী বা ভাববাদী বলিয়া দাবি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বলা হয়, যিশুখৃষ্ট নিজেকে ভাববাদী বলিয়া দাবি করেন নাই। দেখুন মার্ক ৮ : ২৭ ৩০ :— "তিনি তাঁহার শিষ্যদের বলিলেন, আমি কে? এ বিষয়ে লোকে কি বলে? তখন তাহারা বলিল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কিন্তু কেহ কেহ বলে, এলিয়া, আবার কেহ কেহ বলে, ভাববাদীদের একজন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু আমি কে, এ সম্বন্ধে তোমরা কি বল? তখন পিতর তাঁহাকে বলিলেন, আপনি খৃষ্ট। এবং তিনি অন্যকে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলার জন্য নির্দেশ দিলেন।"

অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট নিজেকে বাপ্তিস্মদাতা যোহন, ইলিয়াস অথবা অন্য কোন ভাববাদী বলিয়া অস্বীকার করেন। কিন্তু ডিওটিরনমির ভবিষ্যৎবাণীতে প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে মুছা সদৃশ ভাববাদী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ভবিষ্যৎবাণীটি ইসলাম ধর্ম প্রবর্ত্তকের উপরই প্রযোজ্য, যিশুখৃষ্টের উপর নয়।

৪। ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হইয়াছে, "তাঁহার মুখে আমার বাণী প্রদান করিব।" ইঞ্জিলে আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার কোন দাবি বা কথা নাই। পক্ষান্তরে মহানবী হযরত

মোহাম্মদ (সাঃ) পৃথিবীর জন্য যে কোরআন আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ আল্লাহর বাণী, যাহা তিনি তাঁহার মুখে প্রদান করিয়াছেন। কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। (সুরা বাকারা : ৭৬)

৫। ভবিষ্যৎবাণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে : "আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি ইহাদিগকে বলিবেন।" যিশুখৃষ্ট ঈশ্বর হইতে যে সকল প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। প্রমাণ করিবার জন্য বাইবেলের উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বরং তিনি তাঁহার পর একজনের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন, যিনি সমস্ত সত্য মানুষের নিকট ব্যক্ত করিবেন। ইসলামের পবিত্র নবী এই বর্ণনায় পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা কোরআনে দেখিতে পাই :— "হে রছুল, আপনার প্রভুর তরফ হইতে যে বাণী লাভ করিয়াছেন, তাহা জনগণকে পৌছাইয়া দিন।" (সুরা মায়েদা : ৬৮)

উদ্ধৃতিটি যেন বলিতেছে : "হে নবী! আপনার সম্বন্ধে একটি পুরাতন ভবিষ্যৎবাণী আছে, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, আপনি আপনার প্রভুর নিকট হইতে যেসকল বাক্য লাভ করিবেন তাহা সমস্তই আপনি পৃথিবীকে দান করিবেন। অতএব আপনার নিকট যে সকল প্রত্যাদেশ বাণী অবতীর্ণ করা হয়, তাহা সমগ্রই পৃথিবীতে প্রচার করুন, সকলে তাহা পছন্দ করুক, চাই না করুক।"

অনুরূপভাবে কোরআনের ওহী বা প্রত্যাদেশবাণীর পূর্ণতা সম্বন্ধে কোরআন বলে : "আজ আমি তোমাদের জন্য ধর্ম-ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদেরকে নেয়ামত লাভের পূর্ণতাও দান করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই ধর্ম হিসাবে মনোনীত করিলাম।" (সুরা মায়েদা : ৪)

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কোরআনের প্রত্যাদেশ বাণীর মাধ্যমে ধর্ম ও বিশ্বাসের পূর্ণতা দান করা হইয়াছে এবং তোমাদের জন্য সৎপথে পরিচালনার অনুগ্রহেরও পূর্ণতা দান করা হইল এবং তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করা হইল। অতএব, একমাত্র ইসলামেরই নবী, যিনি সামগ্রিক সত্য লাভ করিয়াছেন এবং তাহা সত্য সামগ্রিক রূপে জনগণকে দান করিয়াছেন; উহার কোন কিছুই অপ্রকাশিত রাখেন নাই। যিশুখৃষ্টের সময় মানুষ তখনও যাবতীয় সত্য শ্রবণ করিতে এবং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ইসলামের পবিত্র নবীর সময় আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের সকল ধাপ অতিক্রম করিয়াছিল এবং সকল সত্য পৃথিবীতে প্রকাশ হইবার সময় আসিয়াছিল। সুতরাং একমাত্র তিনিই, যিনি ঈশ্বরের সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

৬। ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হইয়াছে "আমার নামে তিনি যাহা বলিবেন"। এই অংশও ইসলামের পবিত্র নবীর মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। কেননা তাঁহার দ্বারা আনিত

ঐশী গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছদ বা সুরা "পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"—বাক্যের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে।

পবিত্র কোরআনে অতি উত্তম ভাবে প্রতিফলিত হযরত মুছা (আঃ)-এর দ্বারা বর্ণিত এই বিস্ময়কর লক্ষন ইহাই প্রমাণ করে যে মানব জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ পদবিক্ষেপ ইসলামের পবিত্র নবীর আগমন দ্বারাই পূর্ণ হইয়াছে।

৭। ভবিষ্যৎবাণীটিতে আরও একটি গুরুত্ব পূর্ণ লক্ষনের উল্লেখ করা হইয়াছে:

"কিন্তু যদি কোন ভাববাদী, আমি যাহা বলিতে আদেশ করি নাই ঐরূপ কোন কথা আমার নামে অথবা অন্য কোন দেবতার নাম লইয়া বলে তবে অবশ্যই তাহাকে মরিতে হইবে। (ডিওটি রনমি, ১৮ : ২০)

এই অনুচ্ছেদ প্রতিশ্রুত সত্য মহাপুরুষ এবং ভবিষ্যৎবাণী পুরনের ভানকারীর মধ্যে কিরূপে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়, তাহার সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেছে। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি পরিষ্কার লক্ষন মাপ-কাঠি বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। মানবজাতির আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের চরম ধাপের সূচনা করার জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন যেহেতু অতি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার ছিল সেই হেতু এই কার্য্যের জন্য যদি কোন ভানকারীর উদ্ভব হয়, তবে পৃথিবী বাসীকে একটি বড় রকমের ঝুকি লইতে হইবে। এই ঝুকি দূর করিবার জন্য ঈশ্বর এই লক্ষন সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, ভানকারীকে অবশ্যই স্বর্গীয় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এবং মৃত্যু ও পরাজয় বরণ করিতে হইবে। ইসলামের পবিত্র নবী তাঁহার জীবনের প্রথমেই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণিত মহামানব হইবার দাবি করেন এবং অতি স্পষ্টভাবে সেই দাবির সত্যতার মাপ-কাঠি সমুহ পেশ করেন। যখন তিনি তাঁহার দাবি প্রকাশ করেন তখন তিনি ছিলেন একা ও দুর্বল। শত্রুগণই ছিল সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিশালী। তাহারা তাঁহার প্রচারকে উৎখাত করিবার জন্য কোন রকম চেষ্টার ত্রুটী করে নাই, এমন কি তাঁহার জীবন লওয়ার জন্যও নানা প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। শক্তিশালী শাসকগণও তাঁহার বিরুদ্ধে আসয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু সেই মহানবীর কোন ক্ষতিই তাহারা করিতে পারে নাই। বরং নিজেরাই অশান্তি এবং মহা বিপদাবলীতে নিমজ্জিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। মহানবী (সাঃ) পূর্ণ সফলতা অর্জনের পর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় সমগ্র আরব জাতি তাঁহার উপর বিশ্বাস আনয়ন করে এবং তাঁহার মৃত্যুরপর তাঁহার প্রথম সহচরগণ সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তৎকালিন পরিচিত সমগ্র জগতে ইসলামকে বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

["ইনট্রোডাকশন টু দি ষ্টাডি অফ হোলি কোরআন" হইতে অনুদিত।]

অনুবাদক :—খোন্দকার আজমল হক

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সন্ধানে--

মাসিক 'নেদায়ে ইসলাম'—ঢাকা-এর জুলাই সংখ্যায় জনৈক জনাব বদরুদদোজা খান লিখিত "আল মাহ্‌দী" শিরোনামে একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতায় বহুল প্রতীক্ষিত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অভিষেক ও আগমনী সংকেত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। কেবল কবি নন, পৃথিবীর মানুষ মহান মাহ্‌দীর আগমন অপেক্ষায় গভীর আগ্রহে দিন গুনিতেছেন।

তাই আমরা সকলের জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিতেছি। তিনি কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে মক্কা ও মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাচীন 'কারা' অঞ্চলের পূর্ব-পাঞ্জাবের 'কাদেয়া' বা কাদিয়ান নামক বস্তীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র নাম হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামাতে আহ্‌মদীয়া কুরআন-হাদিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুণঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থাধীনে পৃথিবী ব্যাপী এক ব্যাপক আধ্যাত্মিক ও তবলিগী জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজলে অতি সাফল্যের সহিত ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মহান কর্মতৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। ফলে ইসলামের সঠিক সৌন্দর্যের স্বরূপ দেখিয়া দিকে দিকে অগনিত মানুষ সত্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে এবং পৃথিবির সকল দেশ সকল জাতি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে গভীর অভিষেকে অভিষিক্ত করিতেছে। নেদায়ে ইসলামের সৌজন্যে উল্লেখিত কবিতাটি নিম্নে দেওয়া গেল। —সম্পাদক

॥ আল মাহ্‌দী ॥

কিসের সুবাস ছড়ায় বাতাস,
কার আগমন বন্দনায় ?
গাইছে পাখি পিক-পাপিয়া
কুল মখলুকের বাগিচায় ?
কাহার তরে পুলক ভরে
গুণছে প্রহর প্রতিক্ষায়,
গগন পবন জীন ইনসান ও
প্রেমিক প্রবর আউলিয়ায় ?
দিকে দিকে চলছে কাহার
অভিষেকের আয়োজন ?
জান কি গো বিশ্ববাসী
বলতে পার সে কোন জন ?
পাপজর্জ্জর ধরায় যেজন
আনবে বন্যা ঈমানের,
ধুয়ে যাবে শেরেক নেফাক
গলৎ যত জুলমাতের।"

যার আমীরাত কায়েম হবে,
নিখিল ভূবন ইমামত —
যাহার শিরে পাইবে শোভা
নামবে ধরায় সালামত !
রইবে বেঁচে শান্তি সুখে
বিশ্বে যারা বা-ঈমান
বদ বখত পর্যুদস্ত
হইবে হালাক বে-ঈমান।
দ্বীন ইসলামের ঝাণ্ডা সাথে
হেজাজের ঐ দিক-সীমায়
অলক্ষ্যেতে দাঁড়ায় কে ঐ
ইব্রাহীমের মাকামায় !
মানব কুলের দ্বীনদিশারী
শেষ জামানায় আলমাহ্‌দী
বেশক সেজন আর কেহ নন,
প্রতিশ্রুত আল মাহ্‌দী।।"

সংবাদ

o **হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য ঃ** ১৭ই জুলাই, (কাদিয়ান)—রবওয়া হইতে কাদিয়ানে আগত কয়েকজন আফ্রিকান ছাত্র জানাইয়াছেন যে, সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর সাধারণ স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল এবং তিনি বহির্দেশ হইতে আগত কয়েকজন ভ্রাতাকে সাক্ষাৎদান করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুজুরের সর্বাঙ্গীন কুশল ও দীর্ঘায়ু এবং সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য-বলীর দ্রুত বাস্তবায়ন ও সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া জারী রাখিবেন। (সাপ্তাহিক 'বদর', কাদিয়ান হইতে)।

o **দরবেশানে-কাদিয়ান ঃ** মোকামী আমীর ও নাযেরে-আ'লা হযরত মৌলানা আবদুর রহমান সাহেব, নাযের দাওয়াত ও তবলীগ হযরত মির্যা ওসীম আহমদ সাহেব এবং কাদিয়ানের অন্যান্য সকল দরবেশ সাহেবান আল্লাহতায়ালার ফজলে কুশলে আছেন। (সাপ্তাহিক বদর হইতে)।

o **কাদিয়ানের সালানা জলসা ঃ** খবরে প্রকাশ যে, হুজুর (আইঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে এ বৎসর কাদিয়ানের সালানা জলসা (বার্ষিক সম্মেলন) ১৯, ২০ এবং ২১ শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। কাদিয়ান শরীফে পবিত্র ও বরকত পূর্ণ স্থান সমূহের যেয়ারত ও বিশেষ দোয়া লাভ এবং মহতি সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছু ভ্রাতা ও ভগ্নি দিগের দৃষ্টি এখন হইতেই সফরের জন্য আবশ্যকীয় প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতেছে।

o **২৮শে জুলাই (ঢাকা) ঃ** বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মহতরাম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল এবং তিনি সিলেট সফরের পর এখন উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শণ করিতেছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার উক্ত সফর বা-বরকত ও সফল করুন এবং সর্বাবস্থায় তাঁহার হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন!

o সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হাল সনের প্রস্তাবিত চাঁদার (আয়-ব্যয়) বাজেট অনুমোদন পূর্বক উহার সর্বাঙ্গীন সফলতা এবং বরকত পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২য় বার্ষিক ইজতেমা উদযাপিত

বিগত ৬ই জুলাই মোজ রবিবার নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২য় বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সংগে অনুষ্ঠিত হয়।

মোহতরম আমীর সাহেব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জনাব মকবুল আহমদ খাঁন সাহেব। স্থানীয় খোদ্দাম, আনসার ও আত-ফাল এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতিত্ব করেন, ও প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্ পুস্তকে বলিতেছেন:

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ কৱে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং নততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.